The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 10, No. 19, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সাম্প্রতিক বাংলা শব্দ সৃজন ও ব্যবহার : রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

সালমা নাসরীন*

Abstract : Inclusion of new words in the vocabularyis a frequent phenomenon of a living language. Morphology clearly discusses the structural features of such newly invented and included words. Sarker (2005) proposes that morphology not only provides the structural elements of a word, but also isolates its morphosyntactic characters. Considering Sarker's above hypothesis this paper illustrates both underlying structure and morphosyntactic aspects of some Bengali new words developed in first two decades of the twentieth century by its users. It also concludes that Bengali-morphological features and rules increase when researchers as well as creative people like poets, novelists of this language develop new words on a regular basis.

জীবন্ত ভাষায় শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ঘটনা। এই ঘটনা সময় ও স্রোতের মতই বহমান। সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যই প্রত্যেক ভাষাকেই তার শব্দভাণ্ডারকে হালনাগাদ করতে হয়। মূলত ওই ভাষার ব্যবহারকারীরাই তাদের সৃজন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শব্দ-সম্পদের পরিবৃদ্ধি ঘটায়। একবিংশ শতকের অন্যতম জীবন্ত ও ব্যবহৃত ভাষা বাংলায় এ ধরনের ভাষিক সংগঠনের সমৃদ্ধি ঘটছে নিরন্তর। এর কারণ বহুবিধ হলেও আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত অবদানকে যখনই ভাষাটিস্বাগত জানাতে চেয়েছে, তখনই নতুন শব্দ সৃজনের একটি অন্তর্গত প্রেরণা তার ভাষীরা অনুভব করেছে। এভাবেই সৃজনশীল ও অ্যাকাডেমিক বাঙালি মনীষা তৈরি করেছে বিচিত্র নতুন শব্দ ও অভিধা। বাঙালি এই শব্দ-সৃজনকর্মটি ভাষিক সংগঠনের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় এর রূপতাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধে সাম্প্রতিক সৃজিত উল্লেখযোগ্য কিছু শব্দ ও অভিধার নির্মাণকৌশলকে রূপতত্ত্বের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় শব্দ তৈরির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে যেমন চিহ্নিত করা যায়, তেমনি এর মাধ্যমে বাংলা রূপতত্ত্বের একটি সরল কাঠামোরও পরিচয় মেলে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. রূপতত্ত্ব ও শব্দ সৃজন : তাত্ত্বিক পটভূমি

বাংলা ভাষার বিভিন্ন সংগঠনের কাঠামো বিশ্লেষণ নির্ভর 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব' বলে যদি বিশেষ ভাষাকেন্দ্রিক একটি শাস্ত্রের অবয়ব কল্পনা করা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলা রূপতত্ত্ব সামান্য জায়গা দখল করে আছে। কেননা, বাংলাভাষার শব্দ, বিশেষ করে এর ভাষিক রূপের সংগঠন বিশ্লেষণ বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ খুব কমই চোখে পড়ে। ফলে এই ভাষার শব্দ-কাঠামোর অন্তর্গত রূপটির স্বরূপ অনেকক্ষেত্রেই আজও উন্মোচিত হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এর মধ্যেও ব্যতিক্রম হিসেবে এ বিষয়ক গবেষণায় যাঁরা দক্ষতার ছাপ রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, (সরকার ২০০৫)। এ বিষয়ে (সরকার ২০০৫) বলেন যে, রূপতত্ত্ব একটি ভাষার শব্দ ও পদ — এই দুই সংগঠনেরই নির্মাণকৌশল ব্যাখ্যা করে। তাঁর এই অনুসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ধরে এবং রূপতত্ত্বের সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে বিবেচনায় রেখে এই পর্বে রূপতত্ত্বের তাত্ত্বিক কাঠামোর বর্ণনাধর্মিতা উপস্থাপন করা হলো।

সরল কথায় রূপতত্ত্ব হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা, যেখানে শব্দের নানামাত্রিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এখানে 'শব্দ বিশ্লেষণ' বলতে একটি ভাষার শব্দের অন্তর্গত সংগঠন বা কাঠামোর রূপ-রূপান্তর, শব্দের নির্মাণ প্রভৃতি বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে Rowe & Levine (2015) – বলেন, Morphology is the study of the structure and classification of words and the units that make up of words (p. 85)।

ওপরের সংজ্ঞার্থটি থেকে রূপতত্ত্বের কিছু প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে–

১. রূপতত্ত্ব শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করে।
২. এই শাস্ত্রটি শব্দের শ্রেণিকরণ বিষয়ে আলোকপাত করে।
৩. এটি শব্দ গঠনকারী বিভিন্ন শব্দানু বা শব্দখণ্ডের সংগঠন ও শ্রেণিকরণও করে থাকে।

ওপরে প্রযুক্ত ৩টি বৈশিষ্ট্যর মধ্যে প্রথমটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণের মধ্যে নতুন শব্দ সৃজন বিষয়ক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। রূপতত্ত্বের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের তাৎপর্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধির স্বার্থে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের চিরায়ত ঘরানার তাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩) শরণ নেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতে, রূপতত্ত্ব ভাষার শব্দ ও শব্দাংশের সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভাষাতাত্ত্বিক ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞার্থটিকে আরও বিশ্লিষ্ট করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, রূপতত্ত্ব শুধু ভাষার প্রচল শব্দ বা নতুন সৃজিত শব্দই নয়, বরং ভাষার শব্দাংশকেও অপরিহার্য উপাদানরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে। পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিকেরাও রূপতত্ত্বের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণে মূলত ব্লুমফিল্ডকেই প্রামাণ্য ধরেছেন (O'Grady et al. 1997; Hudson 2000)। তাই আমরা ব্লুমফিল্ড ও পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞার্থের আলোকে বলতে পারি যে, একটি

ভাষায় যেমন সম্পূর্ণ অর্থ-দ্যোতক শব্দ রয়েছে, তেমনি কিছু শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড রয়েছে, যারা আপাত অর্থে অর্থহীন হলেও নতুন শব্দ নির্মাণ বা শব্দের আকারগত সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রূপতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক অভিধায় এদেরকে রূপমূল বলা হয়। অর্থাৎ রূপতত্ত্বকে প্রমিত বা মান্য ধরলে ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রূপমূল হচ্ছে ক্ষুদ্রতম একক যেগুলো একটি শব্দের রৌপ অবস্থা বর্ণনা করে। সে বিবেচনায় প্রতিটি ভাষায় দুই ধরনের রূপমূলের অস্তিত্ব লক্ষণীয় —

১. মুক্তরূপমূল ও
২. বদ্ধরূপমূল

মূলত বাক্যে ব্যবহৃত স্বাধীন শব্দ বা অভিধাগুলো এক একটি মুক্তরূপমূল, যেখানে অর্থহীন শব্দখণ্ডগুলো বদ্ধরূপমূল হিসেবে পরিগণিত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'পাখিগুলো' শব্দের 'পাখি' একটি মুক্তরূপমূল, আর 'গুলো' হচ্ছে বদ্ধরূপমুল, যেটি বাক্যে স্বাধীনভাবে বসার জন্য উপযুক্তরূপে বিবেচিত হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'পাখিগুলো' একটি শব্দ হলেও এতে দুটি (মুক্ত ও বদ্ধ) রূপমূল রয়েছে। উল্লেখ্য, একটি মুক্তরূপমূলের সাথে সংযুক্ত হয়ে বদ্ধরূপমূলগুলো নতুন শব্দ যেমন সৃজন করে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে এরা শব্দ বা মুক্তরূপমূলের আকারগত সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাধীন শব্দগুলোকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলে। সে যুক্তিতে বদ্ধরূপমূলগুলো আবার দুই ধরনের —

১. সাধিত বদ্ধরূপমূল ও
২. সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'রা' বা 'এরা' বিভক্তি যেখানে সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল, সেখানে 'সু', 'অ' বা 'ইক' ইত্যাদি হচ্ছে সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমুলের উদাহরণ। প্রসঙ্গত, সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল শুধু শব্দের অন্তিম অবস্থানে বসলেও, সাধিত বদ্ধরূপমূলগুলো আদি বা অন্তিম এই দুই অবস্থানে বসে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে এদের ব্যাকরণগত পরিবর্তন যেমন ঘটায়, পাশাপাশি নতুন অর্থেরও দ্যোতনা দিয়ে থাকে। আরেকটি কথা অপরিহার্য যে, একটি মুক্তরূপমূলের সাথে অন্য একটি সাধিত বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে যেমন নতুন শব্দ তৈরি হয়, তেমনিভাবে দুটি মুক্তরূপমূল পরস্পর গ্রথিত হয়েও নতুন অর্থবোধক আরেকটি শব্দের জন্ম হতে পারে। মূলত এভাবেই একটি ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।

রূপতত্ত্ব ও শব্দ সৃজন বিষয়ে উল্লিখিত সরল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে, রূপতত্ত্ব বাক্যস্থিত শব্দ বা পদের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলাকে যেমন তুলে ধরে, ঠিক তেমনিভাবে ভাষার নতুন শব্দ সৃষ্টির কৌশলও জানিয়ে দেয়। ফলে ওপরে উদ্ধৃত রূপতত্ত্বের দুটি সংজ্ঞার্থের সাথে সম্পর্কিত করে সরকার (২০০৫) বলেন, '... রূপতত্ত্ব শুধু পদের নির্মাণ আলোচনা করে না, তা শব্দের নির্মাণও

আলোচনা করে' (পৃ.-১০৮)। আমরা সরকারের এই সংজ্ঞার্থটিকে বর্তমান প্রবন্ধের অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis) হিসেবে বিবেচনা করছি। অর্থাৎ উক্ত সংজ্ঞার্থের আলোকেই বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক সৃষ্ট কিছু শব্দের সংগঠন ও নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং এসব শব্দের বাক্যে ব্যবহারজনিত পদগত তাৎপর্যকে নিম্নে বিশ্লেষণ করেছি।

২. শব্দ সংগ্রহ কৌশল

এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের বাঙালি সমাজে দৈনন্দিন ব্যবহৃত কিছু সাম্প্রতিক শব্দকে নির্বাচিত করা হয়েছে। 'সাম্প্রতিক' বলতে এই প্রবন্ধে গত দুই দশক বা একবিংশ শতকে ব্যবহৃত শব্দকেই এখানে বুঝানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্বাচিত শব্দ	উৎস
১.	আনন বই (facebook)	(২০১১) অধ্যাপক মাহবুবুল হক (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
২.	আবেদক (applicant)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নোটিশ (জানুয়ারি ২০১৭ তে প্রচারিত)
৩.	কথাবন্ধু (radio joky)	লুচি (২০১৪)*
৪.	খুদেবার্তা (sms)	লুচি (২০১৪)*
৫.	ছাদ-কৃষি	বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল আই' এর 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে ২১ শে মার্চ, ২০১৭ তারিখে প্রচারিত
৬.	বাস্তবায়ক	বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (২০১৩)
৭.	বৈশ্বিক	লুচি (২০১৪)*
৮.	ব্যাকরণ বৈকল্য (agrammatism)	আরিফ (২০১৩)
৯.	মানববন্ধন	আরিফ (২০১৫)*, লুচি (২০১৪)*
১০.	মুঠোফোন (mobile phone)	লুচি (২০১৪)* (এই পরিভাষাটি কবি নির্মলেন্দু গুণ কর্তৃক সৃষ্ট)
১১.	যোগাযোগ বৈকল্য	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি বিভাগ (২০১৫)
১২.	রোদ চশমা (sun glass)	দৈনিক প্রথম আলো

* পদ্ধতিগত আলোচনার সুবিধার্থে শব্দগুলোর তথ্যসুত্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ বা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণত নতুন বা অপেক্ষাকৃত নতুন শব্দ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রের উল্লেখ থাকা জরুরি। তবে এটা নিশ্চিত যে, উল্লিখিত শব্দগুলো উক্ত প্রবন্ধ বা গ্রন্থে সংযোজনের পূর্বে থেকেও প্রচলিত আছে।

এই শব্দসমূহ নির্বাচনের উৎস নিচে উল্লেখ করা হলো। 'উৎস' বলতে এখানে কোন প্রবন্ধ, পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে তা যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনিভাবে শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেছেন, সেটিও নির্দেশ করে (উৎসে উল্লিখিত ব্যক্তির নাম নির্দেশ করে যে তিনি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন)। আর শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের সচেতন পর্যবেক্ষণ কৌশলই এখানে কাজ করেছে।

৩. রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৩.১ *সাম্প্রতিক বাংলা শব্দ সৃজন প্রক্রিয়া ও ব্যবহার বৈচিত্র্য*

প্রবন্ধের অগ্রভাগে রূপতত্ত্বের তাত্ত্বিক পটভূমির আলোচনায় রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন শব্দ সৃজনের দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এ দুটি প্রক্রিয়া হলো –

ক. মুক্তরূপমূল ও সাধিত বদ্ধরূপমূলের সমন্বয়ে নতুন শব্দ, এবং
খ. দুটি পৃথক মুক্তরূপমূলের সংযোগে নতুন শব্দ

আমরা নির্বাচিত সম্প্রতি বাংলা ভাষায় সৃষ্ট নতুন শব্দগুলোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপরিউক্ত দুটি কৌশলই প্রয়োগ করেছি।

প্রথমেই আসা যাক, 'আনন বই' শব্দ প্রসঙ্গে। এই শব্দটি ইংরেজি 'facebook' (বর্তমান সময়ে সর্বাধিক প্রচারিত সামাজিক মাধ্যম)-এর কৃতঋণ অনুবাদ। কৃতঋণ বলতে এই প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদ বুঝানো হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল হক তাঁর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিমন্ত্রণ প্রদান উপলক্ষে facebook-এর আদলে 'আনন বই' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি 'আনন বই' অভিধাটি ইংরেজি facebook থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। রূপতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এই বাংলা অভিধাটি দুটি মুক্তরূপমূল, যথা– 'আনন' ও 'বই' সহযোগে তৈরি হয়েছে। তবে সাধারণ বাঙালির কাছে এই অভিধাটি এখন তত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। কারণ বাংলাভাষীদের কাছে এখনও এই সামাজিক মাধ্যমটি facebook নামেই পরিচিত।

'আবেদক' অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফরমে ব্যবহৃত হয়েছে (জানুয়ারি ২০১৭)। এটি মূলত ইংরেজি applicant-শব্দটির বাংলা অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে। ইংরেজি applicant-এর একটি অতি পরিচিত বাংলা অভিধা 'আবেদনকারী' প্রচলিত থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিধানভুক্ত (দেখুন *সংসদ বাংলা অভিধান*, ১৯৯৮) এই অপ্রচলিত শব্দটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রচলন করার চিন্তাধারা থেকে এটি যুক্ত করেছেন বলে মনে হয়। সম্ভবত, এক্ষেত্রে তাঁদের অভিপ্রায় হচ্ছে যে, যেহেতু বাংলা ভাষায় এ ধরনের আরও সাদৃশ্যজাত শব্দ, যেমন– 'লেখক', 'সংকলক', 'সম্পাদক' ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে, সেহেতু 'আবেদনকারী'র প্রতিশব্দ হিসেবে 'আবেদক'ও অনায়াসে চালু হতে পারে। এটি সাদৃশ্যজাত প্রক্রিয়ায় 'লেখক', 'সংকলক', 'সম্পাদক' ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্যে তৈরি হয়েছে।

'কথাবন্ধু' পরিভাষাটি বাঙালি নাগরিক সমাজে বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। ভাবগত দিক থেকে এই শব্দটি বাঙালি পাঠকের কাছে একেবারেই অভিনব। উল্লেখ্য, এটি ইংরেজি radio joky-র ভাবগত অনুবাদ (লুচি ২০১৪)। আমাদের সমাজে রেডিওতে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য প্রথাগত উপস্থাপক থাকলেও radio joky-রা যে নতুন ধ্বনিগত ভঙ্গি সহযোগে শব্দ উচ্চারণ করে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে থাকে, তা একেবারেই নতুন। রূপতাত্ত্বিক সংগঠনের দিক থেকে বলা যায় যে, 'কথাবন্ধু' একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। অর্থাৎ এই শব্দটি দুটি মুক্তরূপমূল, যথা– 'কথা' ও 'বন্ধু' মিলে সৃষ্ট হয়েছে।

'খুদেবার্তা' ইদানিং আধুনিক বাঙালি সমাজে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মোবাইল প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত একটি অতি প্রয়োজনীয়শাস্ত্র-শব্দ (jargon) sms বা short message service-এর বাংলা হিসেবে খুদেবার্তা অভিধাটি সৃজিত হয়েছে। সৃজন প্রক্রিয়ার দিক থেকে বলা যায় যে, এটি উল্লিখিত ইংরেজি শব্দের কৃতঋণ অনুবাদ। আর রূপতত্ত্বের তাত্ত্বিক কাঠামোর দিক থেকে এই অভিধাটি 'খুদে' ও 'বার্তা' নামক দুটি মুক্তরূপমূলের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে।

'ছাদ-কৃষি' পরিভাষাটি বাংলাদেশের ২১ শে মার্চ ২০১৭ সালে প্রচারিত বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল আই'-এর জনপ্রিয় কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ'-এ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে, নগরে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম বলে, মালিকেরা তাঁদের বাসার ছাদে আলাদা মাটি দিয়ে নানা রকম সবজি ও ফলের চাষ করছেন এবং এটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই বিষয়টি প্রচারের সময় চ্যানেল আই-এর উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থাপক জনাব শাইখ সিরাজ এই 'ছাদ-কৃষি' অভিধাটি প্রয়োগ করেছেন। এই পরিভাষাটি সৃজন করতে গিয়ে চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ দুটি মুক্তরূপমূল, যথা– 'ছাদ' ও 'কৃষি' কে এক সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মূলত বাংলা ভাষায় এই ধরনের শব্দ সৃজনের প্রক্রিয়াটি বেশ নিয়মিত এবং একটি কার্যকর কৌশল যেটি স্কুল-পাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণে সমাস নামে পরিচিত।

'বাস্তবায়ক' শব্দটি ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*-এ স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থের প্রিন্টার্স লাইনে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, বাংলায় ইতোমধ্যে প্রচলিত 'বাস্তবায়নকারী' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে এটি সৃজন করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত 'আবেদক' শব্দের মতই এটিও সাদৃশ্যজাত একটি শব্দ। উল্লেখ্য, সাদৃশ্য (analogy) যে কোনো ভাষাতেই শব্দ তৈরির একটি অতি পরিচিত কৌশল, যেখানে শব্দ-সৃষ্টিকারীরা ওই ভাষায় প্রচলিত অন্য শব্দের আদলে নতুন শব্দগুলো তৈরি করেন (আজাদ ১৯৯৮), যদিও কখনও কখনও তা ব্যাকরণসম্মত হয় না। সে হিসেবে বলা যায় যে, উক্ত শব্দটি বাংলায় প্রচলিত 'আলোচক'. 'লেখক', 'প্রচারক', 'পরিবেশক' ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্যে তৈরি হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এই 'বাস্তবায়ক' শব্দটি

'আলোচক' শব্দটির মত ঠিক ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, যেখানে এরই সাথে সম্পর্কিত অন্য একটি শব্দ, যথা–'বাস্তবায়ন' (বাস্তব + আয়ন/অয়ন) প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত। কারণ এরই সাদৃশ্যজাত অন্য শব্দ, যেমন– 'লেখক ('লেখ্ + অক'), 'প্রচারক' ('প্রচার' + 'অক') রূপমূলগতভাবে ভাঙ্গা সম্ভব হলেও, 'বাস্তবায়ক', 'আলোচক' এদেরকে একই প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করা যায় না। এছাড়া 'বাস্তবায়ক' শব্দটি ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*-এ স্থান পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে একই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত ও জামিল চৌধুরী সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এ স্থান পায়নি।

'বৈশ্বিক' ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজসহ সর্বত্র প্রচলিত হয়ে উঠেছে। এটি ইংরেজি global শব্দের বাংলা কৃত রূপ। মূলত সারা বিশ্বের আবহাওয়া, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় এই অভিধাটি বেশ ব্যবহৃত হয়। রূপতাত্ত্বিক কৌশলে দিক থেকে বলা যায় যে, শব্দটি 'মুক্তরূপমূল + বদ্ধ সম্প্রসারিত রূপমূল' নীতি অনুসরণে সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা 'বিশ্ব' রূপমূলের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় সহযোগে এটি তৈরি হয়েছে। আর সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'বিশ্ব' রূপমূলের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে 'বিশ্ব' শব্দটির আদি স্বর 'ই (ি)' বৃদ্ধি পেয়ে 'ঐ (ৈ)' হয়েছে।

বাংলা ভাষায় নতুন সৃষ্ট আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে 'ব্যাকরণ বৈকল্য'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাকিম আরিফ ইংরেজি agrammatism-এর বাংলা অভিধারূপে এটি সৃজন করেছেন। 'ব্যাকরণ বৈকল্য' বলতে ভাষা সমস্যায় আক্রান্ত শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তির বাক্যে ব্যাকরণ ব্যবহারজনিত ঘাটতি বা বৈকল্যকে নির্দেশ করা হয়। ইংরেজি agrammatism শব্দটি রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, এটি একটি মুক্তরূপ grammatism-এর সাথে আরেকটি সাধিত বদ্ধ রূপমূল a যুক্ত হয়ে এই শব্দটি তৈরি হয়েছে। কিন্ত বাংলায় সৃষ্ট 'ব্যাকরণ বৈকল্য' শব্দটি দেখে বোঝা যায় যে, শব্দ-সৃষ্টিকারী উল্লিখিত ইংরেজির কৌশলটি অনুসরণ না করে বরং 'মুক্তরূপমূল + মুক্তরূপমূল' নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সৃজন করেছেন। অর্থাৎ বাংলায় প্রচলিত 'ব্যাকরণ' ও 'বৈকল্য' শব্দ দুটি প্রয়োগে তিনি এটি তৈরি করেছেন।

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে 'মানববন্ধন' অভিধাটি বেশ পরিচিত। মূলত 'মানববন্ধন' বলতে মানব সৃষ্ট এক ধরনের শৃঙ্খলকে বোঝায়। কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমমনা একদল মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মানব বন্ধন তৈরি করে। জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলো খুললেই এখন কোনো না কোনো মানববন্ধনের ছবি চোখে পড়ে। এটি এক ধরনে অবাচনিক সংজ্ঞাপনকর্ম (আরিফ ২০১৫) যা আজ প্রতিবাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শব্দটি তৈরির রূপতাত্ত্বিক কৌশলটি হচ্ছে, দুটি মুক্তরূপমূল এক সঙ্গে গ্রথিত করা। অর্থাৎ 'মানব' ও 'বন্ধন' এই দুটি মুক্তরূপমূল এক সাথে যুক্ত হয়ে 'মানববন্ধন' পরিভাষাটি গঠিত হয়েছে।

এই একবিংশ শতকের প্রাত্যহিক জীবনে 'মুঠোফোন' ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। কি নগর বা গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিত্য সহযোগী এই মুঠোফোন। আমরা যে 'মুঠোফোন'-এর কথা এতক্ষণ বলছিলাম এটি ইংরেজি mobile phone-এর বাংলা রূপ। কবি নির্মলেন্দু গুণ এই পরিভাষাটি তৈরি করেছেন। তিনি এই শব্দটি তৈরি করতে গিয়ে বেশ সৃজন ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, যে-দুটি মুক্তরূপমূলের সাহায্যে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে সেগুলো হলো 'মুঠো' ও 'ফোন'। 'ফোন' রূপমূলটি বাংলা ভাষার অতি পরিচিত হলেও 'মুঠো' এত জনপ্রিয় নয়। যে কোনো জিনিসকে ধরার সময় হাতের তালুর যে মুষ্টি অবস্থা তৈরি হয় তাকে 'মুঠো' বলা হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের উপভাষায় এই অবস্থা নির্দেশক 'মুঠ' শব্দটি প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, 'লাঠিটা মুঠ করে ধর'। কবি নির্মলেন্দু গুণ যে অঞ্চল থেকে এসেছেন, সেখানে অর্থাৎ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই 'মুঠ' শব্দটি প্রচলিত। ফলে কবি তার সৃজন শক্তির গুণে 'মুঠ' থেকে স্বরান্তকরণ করে 'মুঠো' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে 'মুঠোফোন' তৈরি করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে 'যোগাযোগ বৈকল্য' নামে একটি নতুন বিভাগ যাত্রা শুরু করে। এই পরিভাষাটি মূলত ইংরেজি 'Communication Disorder'-এর বাংলা কৃতঋণ শব্দযুগল। এই কৃতঋণ অভিধাটি চালু করতে গিয়ে বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাকিম আরিফ সমাস প্রক্রিয়া বা দুটি মুক্তরূপমূল, যথা– 'যোগাযোগ' ও 'বৈকল্য' একত্রে যোগ করে এই সাদৃশ্যজাত পরিভাষা তৈরি করেছেন। এই ধরনের সাদৃশ্যজাত বাংলা শব্দ আরও লক্ষণীয়, যেমন– 'স্মৃতি বৈকল্য', 'বুদ্ধি বৈকল্য' ইত্যাদি। পূর্বে উল্লিখিত 'ব্যাকরণ বৈকল্য' পরিভাষাটিও একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে।

বহুল প্রচারিত বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্র 'দৈনিক প্রথম আলো' কর্তৃক সৃষ্ট 'রোদ চশমা' ইংরেজি sun-glass-এর কৃতঋণ অনুবাদ। এক্ষেত্রে দুটি বাংলা রূপমূল, যথা– 'রোদ' এবং 'চশমা' একত্রে জুড়ে দিয়ে 'রোদ চশমা' তৈরি করা হয়েছে। এই শব্দটি জন-জীবনে এখন তত জনপ্রিয় ও ব্যবহার্য হয়ে ওঠেনি।

রূপতাত্ত্বিকদের মতে, ভাষায় নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজনে যে নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলো মানুষের দ্বারা নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে এক সময় অভিধান-প্রণেতার সাহায্যে অভিধানের পাতায় জায়গা করে নেয়, (সরকার, ২০০৫)। আর অভিধানে একটি শব্দের 'ভুক্তি' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে। অর্থাৎ অভিধানের সদস্য হওয়ার জন্য শব্দটিকে ডালপালা ছাটার মত বিভক্তি শূন্য হতে হয়।

৩.২ *নতুন সৃষ্ট শব্দের পদগত ব্যাখ্যা*

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি নুতন সৃষ্ট শব্দে কেন বিভক্তি যুক্ত হয় এবং কখন ডালপালার মতো এটি যুক্ত হয়? এর উত্তরে সহজেই বলা যায় যে, শব্দটিকে বাক্যে ব্যবহারের প্রয়োজনেই নানা ধরনের বিভক্তি বা সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল যোগ করতে হয়। এতে

করে শব্দটি বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং 'পদ' অভিধায় ভূষিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, একটি শব্দ শুধু সৃজন করলেই হবে না, তাকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করেও তুলতে হয়। তা না হলে শব্দটির প্রায়োগিক ব্যর্থতা দেখা দেয়। আর এ জন্যই বিভক্তি বা সম্প্রসারিত রূপমূল ব্যবহারের প্রসঙ্গটি চলে আসে। এক্ষেত্রে নতুন সৃষ্ট শব্দের সাথে যে সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল বা বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ১. কারক বিভক্তি ও ২. ক্রিয়া বিভক্তি, (সরকার, ২০০৫)। আমরা এই পর্যায়ে উল্লিখিত নতুন সৃষ্ট শব্দগুলোতে বিভক্তি বা সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল ব্যবহারের প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোকপাত করছি।

নতুন সৃষ্ট 'মুঠোফোন' শব্দটির কথাই ধরা যাক। এই শব্দটিকে এখন বাক্যে প্রয়োগ করতে হলে এর সাথে আবার নানা ধরনের বদ্ধ সম্প্রসারিত রূপমূল ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'মুঠোফোনকে জীবনের অংশ করো না' বাক্যটিতে একটি 'কে' বিভক্তি বা সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'তোমার মুঠোফোনের রং লাল' বাক্যে 'এর' বিভক্তি ব্যবহার করে বাক্যে এটিকে এক ধরনের চলৎশক্তি প্রদান করা হয়েছে। ফলে এই দু'টি বিভক্তি ব্যবহারের দ্বারা 'মুঠোফোন' শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার মত সচল হয়ে উঠেছে। আর ভারতীয় ঘরানার ব্যাকরণে বিভক্তিযুক্ত সচল শব্দরূপটির আনুষ্ঠানিক নাম হল 'পদ'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একটি শব্দরূপের সাথে কোন ধরনের বিভক্তি বা সম্প্রসারিত রূপমূল যুক্ত হবে, এর কি কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে? এ বিষয়ের উত্তরও রূপতাত্ত্বিকদের আওতাভুক্ত। বাংলা ভাষার সূত্র ধরে এ বিষয়ে সরকার (২০০৫) বলেন যে, শব্দ বা বিশেষ্যের সাথে যখন বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে কারক বিভক্তি বলা হয়। অন্যদিকে, ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সাথে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে ক্রিয়া বিভক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। মূলত ক্রিয়ার সাথে বিভক্তি বা সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, পদ, বচন ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। সরকার (২০০৫) নির্দেশিত বিভক্তির এই শ্রেণিকরণের কথা মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মুঠোফোন শব্দটিতে বিভিন্ন ধরনের কারক বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

স্মরণযোগ্য যে, সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূলকে কারক বিভক্তি বা ক্রিয়া বিভক্তি যা-ই বলি না কেন, কোনো ক্রিয়া বা শব্দের সাথে কোন্‌টি যুক্ত হবে, সেটি সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ করে বাক্যস্থিত শব্দটির নির্দিষ্ট প্রতিবেশ এবং পদগত পরিচয়ের ওপর। দুই/একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত 'মুঠোফোন'-এর বিভক্তি ব্যবহারের প্রসঙ্গটি পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মুঠোফোনকে জীবনের অংশ করো না' বাক্যটিতে 'মুঠোফোন' শব্দটি কর্মের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে বাংলা ব্যাকরণের ঐতিহ্য মেনে এই বাক্যে মুঠোফোনের সাথে 'কে' ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে, 'তোমার মুঠোফোনের রং লাল' বাক্যটিতে 'মুঠোফোন' শব্দটি সম্বন্ধ পদের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে যৌক্তিকভাবেই বাংলা

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে 'এর' বা 'র' বিভক্তি বসেছে। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত অন্যান্য শব্দগুলোর ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

৪. উপসংহার

নতুন শব্দ সৃষ্টি করা কবি বা সৃজনশীল মানুষের কাছে এক ধরনের নেশা হলেও অ্যাকাডেমিকেরা মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই এটি করে থাকেন। ভাষার শব্দ সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দুই প্রক্রিয়াই চলমান ও অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু মানুষ যে আন্তর প্রেরণা বা তাগিদেই শব্দ সৃষ্টি করুক না কেন, তা রূপতত্ত্বের নীতি বহির্ভূত নয়। কারণ রূপতত্ত্বের প্রাথমিক কৌশলটি প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে সহজাত হিসেবে সংগুপ্ত থাকে। বিষয়টিকে অন্যভাবে বলা যায় যে, রূপতত্ত্ব মানুষের শব্দ সৃজনের আন্তর কৌশলের রূপটি উন্মোচন করতে সমর্থ হয়। প্রয়োজনে এর জন্য তৈরি হয় বিভিন্ন কৌশল ও সূত্রাদি যা ওপরের আলোচনায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার অন্যদিকে, নতুন শব্দটিকে প্রায়োগিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য বা এটিকে বাক্যে ব্যবহারের জন্য এতে প্রয়োগ করতে হয় অতিরিক্ত কিছু শব্দাংশ, যা রূপতত্ত্বের পরিভাষায় বিভক্তি বা সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল নামে পরিচিত। এই বিষয়টিও রূপতত্ত্বের আওতাভুক্ত। উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত সরকারের (২০০৫) অনুসিদ্ধান্তটি প্রমাণ করেছি যে, রূপতত্ত্ব শব্দ ও পদ উভয়েরই সৃজন ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। আর এতে করে শাস্ত্র হিসেবে রূপতত্ত্বের পূর্ণতা সাধিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৮)। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আরিফ, হাকিম (২০১৫)। *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ*। ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (২০১৫)। চিকিৎসা ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৬১-৮০।

চৌধুরী, জামিল (২০১৬)। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (১৯৯৮)। *সংসদ বাংলা অভিধান*। কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ।

লুচি, সাবরিন নাহার (২০১৪)। ৩৫টি সাম্প্রতিক বাংলা শব্দের অর্থ পরিবর্তনের স্বরূপ: বাগর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৬, ১৬৫-১৮৮ সরকার, পবিত্র (২০০৫)। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

Bloomfield, L. (1933). *Language*. London: George Allen & Unwin Ltd Hudson, G. (2000). *Essential Introductory Linguistics*. Oxford: Blackwell Publishers.

O'Grady, W., de Guzman, V. & Aronoff, M. (1998). Morphology: The Analysis of Word Structure. In William O'Grady (ed.) *Contemporary Linguistics an Intrduction*, 117-160. Boston & New York: Bedford/St.Martin's.

Rowe, B.M. & Levine, D.P. (2015). A Concise Introduction to Linguistics. London and New York: Routledge.